International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 13-16
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.11-15

সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার: একাল ও সেকাল

শুভেন্দু মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
At present, women's right to property has been guaranteed through law. There was a time when girls had no property rights. They were completely controlled by the family. The issue of women's rights, especially the rights of widows, became complicated after the Widow Marriage Act was enacted in 1856. The Widow Marriage Act clearly states that after remarriage a widow will be dispossessed of her former husband's property. The matter is complicated by the fact that the scriptures are silent on whether a widow can be deprived of her right to property if she commits adultery after receiving the property.
Keywords: property, remarriage, law, widow.

বর্তমান সময়ে আইন করে সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারের বিষয়টি সুরক্ষিত করা হয়েছে। সম্পত্তিতে অধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা বজায় রাখা হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের নতুন হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পিতার সম্পত্তিতে ছেলে-মেয়ের সমান অধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে।১ বিয়ে হওয়ার পরে স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার নিতে বাধ্য। শ্বশুরবাড়িতে যদি স্বামীর মৃত্যু হয় তাহলে আইনি অধিকারীদের সঙ্গে একটা ভাগ স্ত্রীর প্রাপ্য। কোন স্ত্রী বিধবা হলে তাকে আইনত তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না। স্ত্রী বিধবা হলেও পিতৃ সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকবে।

কিন্তু একটা সময় ছিল যখন সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর বিষয়াধিকার স্বীকৃতি পায়নি। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হত পুত্র। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অনেকেই অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি বিধবার হাতে যাওয়ার চেয়ে রাজার হাতে যাওয়াই শ্রেয় মনে করতেন। পরবর্তী শাস্ত্রকারদের কেউ কেউ অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশে উত্তরাধিকারের বিষয়ে জীমূতবাহনের নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন এই আমাদের দেশে দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়ে এসেছে। মোটামুটি ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলাদেশে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃতি পায়। অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার শাস্ত্রকাররা স্বীকার করে

নিয়েছিলেন। পিতার সম্পত্তিতে অবিবাহিতা মেয়ের কিছু অধিকার থাকা যে উচিত তা শাস্ত্রকারীদের একাংশ মেনে নিয়েছিলেন। পিতার সম্পত্তিতে অবিবাহিত মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে স্মৃতিকার মনু বলেছেন- "ছেলেরা পিতার সম্পত্তির যে ভাগ পাবে, অবিবাহিত ভগিনীকে দিতে হবে তার এক চতুরাংশ (মনু.৯। ১১৮)"।২ আবার গৌতম বলেছেন- "অবিবাহিতা কন্যারা যদি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তারা মায়ের মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে"(গৌতম ধর্মসূত্র, ২৯.১১)।৩ কিন্তু স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্নে দীর্ঘদিন একমত হতে পারেননি শাস্ত্রকারেরা। জাজ্ঞবল্ক্য বলেন – "যে নারীর স্বামী নেই তার দেখাশোনা করবে পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর বা শাশুড়ি; না হলে সে নিন্দার ভাজন হবে"।৪ আপস্তম্ব, মনু এবং নারদ একমত যে- "অপুত্রক স্বামীর বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির অধিকার পায় না। কিন্তু গৌতম বলেছেন সে তার সপিণ্ড ও সগোত্রদের সঙ্গে সমান ভাবে উত্তরাধিকারী(মনুসংহিতা, ১৮.১৯)"।৫ সম্পত্তিতে মেয়েদের একেবারে নিজস্ব কোন অধিকার ছিল না তা নয়। স্ত্রীধন শব্দটি একটি পরিভাষা বিশেষ। উত্তরাধিকার বিষয়ে নারীজাতির যথাযথ অধিকার স্বীকৃত না হলেও স্ত্রীধনের ক্ষেত্রে তাদের একটা অধিকার ছিল। শুধুমাত্র ভোগ দখল নয় এ ব্যাপারে দান বা বিক্রয়ের পূর্ণ অধিকার তারা ভোগ করতেন। স্ত্রীধন শব্দের অর্থ বোঝাতে গিয়ে শাস্ত্রকাররা বলেছেন বিবাহকালে বর বধূ একত্রে আশীর্বাদী হিসাবে যে টাকা পয়সা অলংকার ও অন্যান্য বস্তু লাভ করে সেই বস্তুকে বোঝায়।৬

প্রাচীনকাল থেকে অর্থ উপার্জনের বিষয়ে নারীর কোন ভূমিকা না থাকায় পুরুষ সমাজে নারীকে দেখা হত শয্যাসঙ্গিনী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। মেয়েদের স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে এবং তার ভালোলাগা ও মন্দলাগা নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত ছিল না কোন কালের সমাজ। প্রতিটা সমাজেই কন্যার থেকে পুত্র সন্তান ছিল অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। পুত্রকে মনে করা হত পরিবারের সম্পদ, আর কন্যাকে মনে করা হত দায়। পুত্র সন্তান প্রসব ছাড়া নারীর কোন মূল্য আছে বলে বিশ্বাস করত না সমাজ। এই কারণে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো থেকে শুরু করে পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারদানের প্রয়োজন অনুভব করেনি বাঙালি সমাজ। সেকালের স্ত্রীধন ভিন্ন অন্য সম্পত্তিতে নারীর দান বা বিক্রয়ের সত্য না থাকায় নিঃসম্বল নারীদের জীবনে শোচনীয় পরিনতি দেখা যেত অনেক সময়। কোন নারীর স্বামী মারা গেলে তার জ্ঞাতিরা অনেক সময় তার গ্রসাচ্ছদন দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না। উনিশ শতকে এসেও মেয়েদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এ বিষয়ে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী লিখেছেন-

> "বাল্যকালে কাশীতে দেখিয়াছি বহু বহু অভিজাতা নারী জ্ঞাতিদের ও পিতৃকুলের লোকের দ্বারা বৃত্তিবঞ্চিত হইয়া কাশীতে দাসী বা পাচিকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। কেহ কেহ ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুরবস্থায় পড়িয়া অনেকে পতিতা হইতেও বাধ্য হইয়াছেন"।৭

কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর বিন্দুমাত্র অধিকার থাকত না যে কারণে সমাজে বিধবাদের দুরবস্থার অন্ত ছিল না। একদিন যে নারীকে সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হিসাবে দেখা হত, বিধবা

হওয়ার পর রাতারাতি পুত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় তিনি হয়ে উঠতেন পুত্রবধূর অবজ্ঞার পাত্রী। স্বামী থাকার সময় সংসার যার হাতের মুঠোর মধ্যে বিধবা হওয়ার পরেই তিনিই হয়ে উঠতেন সকলের অবজ্ঞার পাত্রী। নিজের ইচ্ছামত যত সামান্য মূল্যের জিনিস কাউকে দেওয়ার অধিকারও তার থাকত না। বিধবা হওয়ার পরে সংসারে নারীর অবস্থা কিভাবে বদলে যেত তার বিবরণ ফুটে উঠেছে রামমোহন রায়ের লেখায়। সতীদাহ প্রথার কারণে অনেক নারী বিধবা হওয়ার পর অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন। তার কারণ বিধবা নারীদের স্বামীর সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিল না এবং তাকে মাতৃকুল বা শ্বশুরকুলের কারো কাছে দাসী বৃত্তি করে জীবন কাটাতে হত। অবিরা নারীর অধিকার সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৪ আগস্ট সংখ্যায় বলা হয়েছে-

> "কোন অবিরা স্ত্রী মরণাগ্রে উত্তরাধিকারী সত্বেও যদিচ্ছারূপে স্বামীর সম্পত্তি ব্যয় করিতে পারিবে কি না? ... তদবিষয়ে সদরের সূক্ষ্মদর্শি বিচারপতি মহাশয়েরা এ প্রকার অভিমত করিয়াছেন যে উত্তরাধিকারি সত্ত্বে অবীরা স্ত্রীদিগের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে তাহারা যদি ইচ্ছা মতে স্বামীর সম্পত্তি ব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু নিয়মিত ব্যয় ও ধর্মকর্ম নিমিত্ত যেরূপ ব্যয় সঙ্গত হইতে পারে তাহা অবশ্য করিবেন উত্তরাধিকারি সত্ত্বে অবিরাগনের দান বিক্রয়ের অধিকার নাই"।৮

নারীদের বিষয়াধিকার বিশেষত বিধবার বিষয় অধিকারের বিষয়টি জটিল হয়ে উঠলো ১৮৫৬ এ বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হওয়ার পর। পুনঃ বিবাহের পর বিধবা পূর্ব স্বামীর সম্পত্তি চ্যুত হবেন এই কথা বিধবা বিবাহ আইনে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হল। সম্পত্তি পাওয়ার পর বিধবা ব্যভিচারী হলে সম্পত্তির অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে শাস্ত্রকাররা নীরব থাকায় ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোন কোন বিধবার বিরুদ্ধে শশুর বাড়ির লোকজন ব্যভিচারের অভিযোগ এনে সম্পত্তির অধিকার চ্যুত করতে চাইল। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ২.৯.১৮৬৭ খবরে প্রকাশিত হয়। কোন এক যুবক মৃত্যুর আগে নিজের স্ত্রীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। পরবর্তী সময়ে জ্ঞাতি লোকজন পুলিশের কাছে আবেদন করেন যে বিধবা স্ত্রীটি গর্ভবতী। চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করার পরে জানা যায় মহিলাটি সত্যই গর্ভবতী। এর ফলে আবেদনকারী জ্ঞাতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দুশ্চরিত্রের সুবাদে মহিলার সম্পত্তি জ্ঞাতিগণ কেড়ে নেয়।৯

এরপরেও আমরা দেখি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার ২০.৩.১৮৬৯ ব্যভিচারিণীর উত্তরাধিকার প্রবন্ধে দেখি সম্পত্তির অধিকার ব্যভিচারিণীর অনুকূলে যায়। ১৮৫০ অব্দের ২১ (লেক্স লোসি) আইন অনুসারে বলা হয়-

> স্বামী বর্তমানে ব্যভিচারিণী হইলে সত্ত্ব লোপ হয়, "নতুবা বিধবা হইয়া ব্যাভিচারিনী হইলে সত্ত্ব লোপ হয় না। এমনকি ব্যভিচার দোষে সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইলেও স্বামীর বিষয় তাহারই থাকিবে। অতএব তিনি মার্কবি সাহেবের আজ্ঞা বলবৎ রাখিয়াছেন। এক্ষণে বিধবারা গৃহে বসিয়া সচ্ছন্দে

উপপতি করুক, ও স্বামীর বিষয় ভোগ করুক, স্যার বার্নেস পিকক অনুগ্রহপূর্বক এই আজ্ঞা দিলেন"।১০

মামলার রায় ব্যভিচারিণী মহিলাদের পক্ষে যাওয়ায় সমাজপতিরা সে সময়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রিবি কাউন্সিলে আপিল করা হয়। আপিল করার জন্য কলকাতা শহর ও মফস্বলের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে চাঁদা চাওয়া হয়। ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত নারীকে বিষয়াধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রকেও ব্যথিত করেছিল তিনি 'সাম্য' প্রবন্ধে লিখেছিলেন-

"স্ত্রীগণের বিষয় আধিকার সম্পর্কে একটি কৌতুহল ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বছর পূর্বে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য বিষয় এই- অসতী স্ত্রী, বিষয়ে আধিকারিণী হতে পারবে কিনা। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।... স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয় তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভালো হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সতী করিতে চাও-সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎ পথে রাখিতে চাও না কেন?"১১

বিধবার বিষয় আধিকারের ক্ষেত্রে অসতী 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' পত্রিকাও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যুক্তি খাড়া করেছিল। ২৯.৪.১৮৬৯ বলা হয়েছিল-

"... এই ব্যভিচার দোষে পুরুষের পক্ষে কি শাস্ত্র কর্তারা বৈধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন? এমত নহে। যখন পিতা বর্তমানে পুত্রেরা হিন্দুধর্ম ও চিরন্তন দেশাচারের বহির্ভূত অশেষ বিদ অসংখ্য অপকর্ম করিয়াও পিতৃ ও পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতির বৃত্তে অধিকারী হইতেছেন, তখন এক ব্যভিচার মাত্র দোষে দূষিতা অনাথা অবলা জাতিকে নিরাশ করা কি সহযোগীদের মতে যুক্তিযুক্ত বোধ হয়"।১২

মেয়েদের বিষয়ে অধিকারের ক্ষেত্রে উনিশ শতকে আমরা বহু বিচিত্র বিষয় লক্ষ্য করি। শুধু অসতী নারীর বিষয় আধিকার নিয়েই নয়, মৃত পুত্রের সম্পত্তিতে মায়ের অধিকার সম্বন্ধেও সেই সময়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে- 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ২৬.৮.১৮৭৮ সংখ্যায় দেখি-

মাতার পুত্রের সম্পত্তির অধিকার লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে রাজশাহীর যে মোকদ্দমার আপীল হয়" তাতে জস্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র ও জস্টিস ম্যাকলিন সাহেব এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অসতীমাতা মৃত পুত্রের বিষয়ে আধিকারিণী হইবেন না"।১৩

আবার কখনো কখনো হিন্দু বিধবা ব্রাহ্মধর্মীয় কোন যুবককে বিয়ে করলে তার সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে অনেক মামলা দায়ের হয়। এ বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ হয় যে বিধবার পূর্ব স্বামীর ধনে কোন অধিকার থাকবে না।

উনিশ শতকে যখন সমাজ বিষয়ক যাবতীয় রীতি নীতির পর্যালোচনা শুরু হয় তখন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল নারী কল্যাণমূলক বিষয়গুলিকে। চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বুঝেছিলেন যে স্বাভাবিক মানবাধিকারে বঞ্চিত নারী জাতির উন্নতি ব্যতিরেকে জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষিত উদার মনোভাবসম্পন্ন মানুষেরা এগিয়ে এসেছিলেন বলে আজকের দিনে মেয়েদের সম্মান উন্নতি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মঞ্জুশ্রী সিংহ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা, কলকাতা: গ্রন্থসম্পুট, ১৪০৭। পৃষ্ঠা-১৯৭
২. তদেব। পৃষ্ঠা-১৯৭
৩ সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, কলকাতা: গাংচিল, ২০০২। পৃষ্ঠা- ১২১
৪. তদেব। পৃষ্ঠা-১২৭
৫. তদেব। পৃষ্ঠা-১২৭
৬. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, প্রাচীন ভারতে নারী, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫৭। পৃষ্ঠা- ৮৮
৭. তদেব। পৃষ্ঠা- ৯৮
৮. স্বপন বসু (সম্পাদিত), সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩। পৃষ্ঠা-৫৬৩
৯. 'সোম প্রকাশ' পত্রিকা ২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ পৃষ্ঠা-১২০
১০. স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬৪
১১. সেন, সত্যেন্দ্রনাথ, , বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ (সাম্য) প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, কলকাতা: সাক্ষরতা প্রকাশন। পৃষ্ঠা- ৫৩০-৩১
১২. স্বপন বসু, গুক্ত। পৃষ্ঠা-৫৬৫
১৩. স্বপন বসু, প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা- ৫৭২